ভোদাইচরিতমানস

মুখফোড়

সূচীপত্র

Suggested eBook Reader

EPUB Readers 📖

◈ Android ◈

Lithum

Moon+ Reader (Supports MOBI formats also)

◈ Desktop ◈

Calibre

◈ Apple ◈

iBooks

◈ Contributor ◈

This ebook is auto generated using python. Some parts may be broken. If you find such please improve and submit or report to Tele Boi.

◈ Disclaimer ◈

⚠️

ভোদাইচরিতমানস ০১

মুখফোড়

সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াই চরিত মানসের কোন খন্ডের সাথে এই কাহিনীর কোন মিল নাই। কাজেই খোঁচ ধরিয়া সময় বরবাদ করিবেন না। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লিখিত কিঞ্চিৎ অশালীন পোস্ট, শিশুরা দূরে গিয়া খেলো।

ভোদাই আমার দীর্ঘকালের বন্ধু। শৈশবে একবার কাঁটালবৃক্ষ হইতে পড়িয়া গিয়া মস্তকে চোট পাইয়াছিলো। ঐ ঘটনার পর হইতে ভোদাই কিছু বিষয়ে কাঁচা রহিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে আমার নিকটে আসে পাকিবার দুরাশায়। আমি কার্বাইড নহি, তবু তাহাকে পাকাইবার চেষ্টা করি যথাসাধ্য। কিয়ৎকাল পাকিয়া থাকিবার পর আবারও সে যেমন ছিলো তেমন হইয়া পড়ে। তবু আমি চেষ্টার ত্রুটি করি না। হাজার হউক সে আমার মিত্র।গতকাল ভোদাই আসিয়া শুধাইলো, "আচ্ছা মুখা, কেয়ারটেকার সরকার কী?"আমি তাহাকে বিশদ বুঝাই।ভোদাই বুঝিতে পারে না। কহে, "বড় শক্ত ঠেকিতেছে। একটু জল করিয়া বল।"আমি একটু জল করিবার চেষ্টা করি। ভোদাই আর কিছু না বুঝুক, সে আদিরস ও গালাগালিতে পক্ক। বলি, "সরকার তো বুঝিয়াছ?"সে মাথা নাড়ে, কহে, "হাঁ।"আমি বলি, "কোন সরকার যখন আসে, দেশের কপাল ভালো থাকিলে 5টি বছরের জন্য আসে, তাহা তো জান?"ভোদাই বলে, "হাঁ, তাহা কে না জানে?"আমি বলি, "বাহ বেশ। তো, সরকার আসিয়াই দেশটাকে যাকে বলে চোদনের উপরে রাখে, তাহা জান তো?"ভোদাই বলে, "তাহা না জানিবার কী আছে? সরকার আসিয়া দেশকে চোদনের উপর রাখিবে, ইহাই তো দস্তুর।"আমি বলি, "বাহ বাহ বেশ! তো, 5 বছর একনাগাড়ে যদি কাউকে চোদনের উপর রাখা হয়, তাহার তো সেবাশুশ্রুষা দরকার, নাকি?"ভোদাই বলে, "হাঁ বিলকুল! সেবা না করিলে তো সে মরিবে! বাস রে, 5 বছর? তাও একনাগাড়ে?"আমি বলি, "তো ঐ সেবাশুশ্রুষাকেই ম্লেচ্ছ ভাষায় কেয়ারটেকিং বলে। সরকারের চোদনের ফলে দেশের গায়ে যেসব ক্ষত সৃষ্টি হয়, উহার নিরাময় করিবার জন্যই কেয়ারটেকার সরকার পাঠাইতে হয়।"ভোদাই এইবার হাসিয়া ফেলে। বলে, "বাহ বেশ সিস্টেম করিয়াছে। গোয়া মারিয়া টিসুয দান। 5 বছর রামকোপ দিয়া উহার পরে সেবা করিতে কেয়ারটেকার পাঠানো। খাসা বুদ্ধি।"আমি স্বস্তির শ্বাস ফেলি। যাক, ভোদাইটা বুঝিয়াছে।বাস্তবিক, ভোদাই কিছু অতিরিক্তই বুঝিয়া ফেলে পাকিবার সময়। সে

চোখ টিপিয়া বলে, "কেয়ারটেকার নিজে কোন সুযোগ গ্রহণ করে না? মানে রক্ষক ভক্ষক হইতে পারে না? আমি হইলে কিন্তু পয়লা সুযোগেই মেয়েটিকে একদম ইয়ে করিয়া ছাড়িতাম!"আমি চটিয়া গিয়া বলি, "মেয়ে আসিলো কোথা হইতে? দেশ নিয়া কথা হইতেছে?"ভোদাই থতমত খাইয়া বলে, "না মানে ঐ আর কী ...।"আমি ফোঁস করিয়া শ্বাস ফেলি, কিন্তু ভোদাই দমে না, কতক ভাবিয়া বলে, "আচ্ছা দেশ তো মাতৃভূমি। মাতৃভূমিকে চোদনের উপর রাখে যে, সে তো মাদারচোদ একটা!"আমি সায় দেই। ভোদাই খেপিয়া যায়। বলে, "তাহা হইলে শুনিতেছি, এই কেয়ারটেকার নাকি আবার আরেক সরকারের হাতে দেশকে তুলিয়া দিবে, কথা সত্য নাকি?"আমি বলি, "হাঁ, সেরকমই নিয়ম বটে।"ভোদাই খেপিয়া উঠে। কহে, "এ কী বাটপারি তবে? সেবা করিয়া চাঙ্গা করিয়া ফের তাহাকে 5 বছর চোদনের মুখে ফেলিয়া দেয়া? মজা পাইয়াছ? আমি ইহা হইতে দিবো না। ইঁট দিয়া বাড়ি মারিয়া মাথা ফাটাইয়া ফেলিবো ... একদম ...!" বলিতে বলিতে সে বেগে প্রস্থান করিলো।আমি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম, তবে বেশি মাথা ঘামাইলাম না। ভোদাই বাঙালি। সে যত গর্জায় তত বর্ষায় না।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: মঙ্গল, ৩১/১০/২০০৬ - ১২:১৮পূর্বাহ্ন)

ভোদাইচরিতমানস ০২

মুখফোড়

সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াই চরিত মানসের কোন খন্ডের সাথে এই কাহিনীর কোন মিল নাই। কাজেই খোঁচ ধরিয়া সময় বরবাদ করিবেন না। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লিখিত কিঞ্চিৎ অশালীন পোস্ট, শিশুরা দূরে গিয়া খেলো।

ভোদাই আজকে বড়ই ছটফট করিতে করিতে আসিয়া উপস্থিত।আমি শুধাইলাম, "কী হইয়াছে ভোদাই? কুদিতেছো কেন?"

ভোদাই বলিল, "সর্বনাশ হইয়াছে। ভীষণ কান্ড!"

আমি বলিলাম, "কী হইয়াছে?"

ভোদাই বলিল, "দিন উল্টাইয়া গিয়াছে বন্ধু! আজ এক অবাক কান্ড দেখিলাম!"

আমি বলিলাম, "কী দেখিয়াছ?"

ভোদাই বলিল, "দেখিলাম, বড় একটি গাড়িতে করিয়া একদল পুলিশ ভেঁপু বাজাইতে বাজাইতে জান লইয়া ভাগিতেছে!"

আমি বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "বল কী? জনগণ তাড়া করিয়াছিলো নাকি?"

ভোদাই উত্তেজিত হইয়া বলিল, "জনগণ নয় জনগণ নয়! তুমি বলিলে বিশ্বাস করিবে না, সেই পুলিশের গাড়ির পশ্চাদ্ধাবন করিতেছিলো আর কেহ নহে, আমাদের আজুরাম!"

আমি থতমত খাইয়া বলিলাম, "আজুরাম?"

ভোদাই বলিল, "হাঁ! একখানা গাড়িতে করিয়া সে ঐ পুলিশদিগকে দৌড়ানি দিতেছিলো! আমি তাহার টাক দেখিয়াই চিনিয়া ফেলিয়াছি!"

আমি কিছু বলি না।ভোদাই বলে, "কিন্তু অবাক ব্যাপার, আজুরামের পিছন পিছন আবার আরো এক গাড়ি পুলিশ ফেউয়ের মত লাগিয়া গিয়াছে! তাহারা আজুরামকে তাড়া করিতেছিলো! তাহাদের স্বজাতিকে আজুরাম খেদানি দিলে তাহারা চটিবে, ইহাই স্বাভাবিক, আমি কিছু মনে করি নাই! কিন্তু ...।"

আমি বিরক্ত হইয়া বলি, "কিন্তু কী?"ভোদাই চিন্তিত হইয়া বলিল, "সেই পুলিশের গাড়িকে আবার তাড়া করিতেছিলো একখানি অ্যাম্বুলেন্স! অ্যাম্বুলেন্সের তাড়া খাইয়াই কি সেই ঠোলাগণ ছুটিতেছিলো, নাকি আজুরামকেই তাড়া করিতেছিলো, ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না!"

আমি মনে মনে ভাবি, কেমনে বুঝাইব উহাকে, সিকিউরিটি কী চীজ। ভিআইপিগণের যাতায়াতের কেমন ধরণধারণ। ভোদাই সরল জনতার একজন, এইসব প্যাঁচঘোঁচ কি সে বুঝিবে?

ভোদাই অবশ্য বুঝিতে তেমন একটা বেয়াকুল হয় নাই। সে হাত তালি দিয়া বলিল, "আজকে কেউ একজন পোঙ্গামারা খাইবে! হয় সামনের গাড়ির পুলিশগুলিকে আজুরাম ধরিয়া পোন্দাইবে, নতুবা আজুকে পিছনের গাড়ির পুলিশেরা ধরিয়া পোন্দাইবে, অথবা অ্যাম্বুলেন্সওয়ালা গিয়া সেই পিছনের গাড়ির পুলিশকে পোন্দাইবে! আমার কোন লস নাই!"

আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলি ভোদাই আর ভোদাইদের কথা ভাবিয়া।

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বিষ্যুদ, ২৩/১১/২০০৬ - ১২:৫৯পূর্বাহ্ন)

ভোদাইচরিতমানস ০৩

মুখফোড়

সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াই চরিত মানসের কোন খন্ডের সাথে এই কাহিনীর কোন মিল নাই। কাজেই খোঁচ ধরিয়া সময় বরবাদ করিবেন না। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লিখিত কিঞ্চিৎ অশালীন পোস্ট, শিশুরা দূরে গিয়া খেলো।

ভোদাই আজ সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছে, হস্তে একটি ঠোঙ্গা।আমি খুশি হইলাম। যাক, আমার সংস্পর্শে আসিয়া সে লোকাচার শিখিয়াছে। কারো সহিত বিদ্যালাভের নিমিত্তে সাক্ষাৎ করিতে গেলে যে কলাটামূলটাকচুটা সঙ্গে উপঢৌকন হিসাবে লইয়া যাইতে হয়, এই বিদ্যা সে আয়ত্ব করিয়া ফেলিয়াছে। অবশ্য তাহার ঠোঙ্গায় কলা, মূলা বা কচু থাকিলে আমি নিদারুণ হতাশ হইতাম। ঐসব আমি খাই না।

ভোদাই খুশি খুশি স্বরে কহিল, বন্ধু মুখফোড়, বড় একটি থালা লইয়া আইস। গরম গরম পিঁয়াজু খাই।

আমি খুশিমনে হাঁক পাড়িয়া ভৃত্য ধানুকে ডাকিলাম। সে একটিবড় থালা ধুইয়া মুছিয়া আনিয়া রাখিলো। পিঁয়াজু আমি পছন্দ করি।

ভোদাই ঠোঙ্গা খুলিতে গিয়া আবার থমকিয়া গিয়া বলিল, "আচ্ছা, পতিরা কি একটু ভীরু প্রকৃতির হয়?"

আমি পন্ডিতসুলভ শ্রান্ত মুচকি হাসি দিয়া কহিলাম, "নির্ভর করে কাহার পতি, সেই তথ্যের উপরে!"

ভোদাই বলিল, "যেমন?"

আমি বলিলাম, "যদি আমার প্রতিবেশিনী বিল্লুর আম্মুর পতি হয়, তাহা হইলে নিরতিশয় ভীরু প্রকৃতির লোক হওয়া স্বাভাবিক। বিল্লুর আম্মু সকালে ছোলা ভক্ষণ করে, বারবেল ভাঁজিয়া সংসদে পাঁচবার চক্কর মারে, জিমে গিয়া শরীরচর্চা করে, তাহার হাতের একটি কীল খাইলে কোরবানির গরুকেও জুতা শুঁকাইয়া চাঙ্গা করিতে হইবে।"

ভোদাই একটু বিমর্ষ হইয়া ঠোঙ্গা খুলিতে ভুলিয়া গিয়া কী যেন ভাবিতে লাগিলো।আমি ভদ্রভাবে বলিলাম, "পিঁয়াজু জুড়াইয়া গেলে স্বাদ একটু কমিয়া যায় শুনিয়াছিলাম ... ।"

ভোদাই বলিল, "কিন্তু ধর, সেই প্রকার কোন খান্ডারনী মুশকো মহিলার পতিই হইতে হবে এমন তো কোন কথা নাই। ধর গিয়া, সভাপতি?"

আমি একটু অসহিষ্ণু হইলেও ধৈর্য ধরিয়া বলিলাম, "তাহা নির্ভর করে সভার প্রকৃতির উপর। সভার সভ্যরা যদি সেরকম অসভ্য প্রকৃতির হয়, তাহা হইলে সভাপতি মাঝে মাঝে দুর্বল চরিত্রের হইতে পারেন।"

ভোদাই আবার ঠোঙ্গা খুঁটিতে খুঁটিতে কী যেন ভাবিতে লাগিলো।আমি একটু জোর তাড়া দিলাম, "বাহ, বেশ ভাজা ভাজা করিয়াছে মনে হয়?"

ভোদাই বলিল, "কিন্তু ধর, আরো বড় কিছুর পতি যদি হয়? ধর গিয়া, রাষ্ট্রপতি?"

আমি বিষণ্ন হাসিয়া বলিলাম, "রাষ্ট্রপতি তো মহা ক্ষমতাধর মানুষ, তাহার কি দুর্বল হওয়া সাজে?"

ভোদাই ঠোঙ্গা খুলিয়া থালায় পিঁয়াজু ঢালিয়া দিল।খাইতে গিয়া দেখিলাম, পিঁয়াজুর মান ভালো নহে। পিঁয়াজুর মশলা ভালোমত বাটা হয় নাই, তাহারা পরস্পরের সহিত মিলিয়া মিশিয়া থাকিতে পারে নাই, দানা দানা হইয়া ছড়াইয়া গিয়াছে।

মিছিমিছি বকাইলো ভোদাইটা! আমি চটিয়া গিয়া বলিলাম, "আরে, ইহাকে পিঁয়াজু বলে? যত্তোসব বাসি পচা জিনিস টোকাইয়া আনিয়াছো। এই পিঁয়াজুর তো মেরুদন্ডই নাই! ইহাকে আর যা-ই হোক পিঁয়াজু বলা চলে না!"

ভোদাই দুঃখিত চিত্তে মাথা নাড়িয়া কহিল, "তাহাই তো দেখিতেছি। চল এক কাজ করি, ইহার নতুন নামকরণ করিয়া খাইয়া ফেলি। পয়সা নষ্ট করিয়া কী লাভ?"

আমি ক্ষুব্ধস্বরে বলিলাম, "নতুন নাম? কী নাম রাখিবো?"

ভোদাই গম্ভীর ভঙ্গি ধরিয়া কহিল, "ইয়াজু।"

আমি থতমত খাইয়া ধানুকে হাঁক পাড়িয়া চা দিয়া যাইতে ডাকিলাম।



লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: রবি, ০৪/০১/২০০৯ - ১২:১৪পূর্বাহ্ন)

ভোদাইচরিতমানস ০৪

মুখফোড়

কাশি সারিতেছিলো না। দিনরাত খকর খকর করিতেছিলাম।

কাশির জন্য আশেপাশের দূষিত বায়ুকে দায়ী করিতে মন চাহে, তবে ডাক্তার বন্ধুরা দোষ চাপাইতে চায় আমার নিরীহ ফুসফুসের স্কন্ধে।

জনৈক ডাক্তার বন্ধু দীর্ঘ নয় বছর যাবৎ আমার চিকিৎসা করিয়াছে, তাহার চিকিৎসার পদ্ধতিতে আমার আগাগোড়াই আপত্তি জারি ছিলো, কিন্তু তাহার স্বভাবটি বড়ই স্বৈর, রোগীর প্রতিবাদ কানে নিতে চাহে না, তাহার অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাইতে খাইতে খাইতে খাইতে একদিন হঠাৎ রুষিয়া উঠিয়া কহিলাম, তোমার কাছে আবার যদি এই কাশি লইয়া দেখাইতে আসি তো আমার মুখে জুতা!

বলিয়া উঠিয়া আসিলাম। বন্ধু হাঁ হাঁ করিয়া উঠিয়া আসিলো, পাত্তা দিলাম না।

তাহার পর পনেরো বছর কাটাইয়া দিলাম এই কাশি লইয়া। ইহার মধ্যে প্রথম পাঁচ বছর দেখাইলাম পাড়ার কবিরাজকে, তিনি খালি কোকিলের ডিমের সহিত মাড়িয়া মকরধ্বজ খাইতে বলিতেন, বলিতেন যে ইহা নাকি জনৈক শহীদ কবিরাজের স্বপ্নে প্রাপ্ত মহৌষধ, খাইলেই কাশি দূর হইবে, গলা তথা ফুসফুসের উন্নয়ন ঘটিবে। বহুমূল্য মকরধ্বজ যোগাড় করিয়াছিলাম বহুকষ্টে, কিন্তু কোকিলের ডিম যোগাড়ের টেন্ডার যাহাদিগের স্কন্ধে অর্পিত করিয়াছিলাম, তাহার বড়ই জুয়াচোর। প্রথম জন যে এক হালি আন্ডা ঠোঙায় করিয়া আনিয়া দিলো, উহাদের দেখিয়া নিতান্ত বোকা*োদাও বুঝিবে, উহারা কোকিলের নহে, বরং মুরগির আন্ডা। কোন হংসীর গর্ভচ্যুত রত্নও হইতে পারে। দালালটিকে চোখ রাঙাইয়া কহিলাম, এয়ার্কি পাইয়াছো? কোকিলের ডিম অত বৃহৎ হয় নাকি? সে হাসিয়া কহিলো, এ তো রামকোকিলের ডিম কর্তা। একটু বড়সড় হবেই। মকরধ্বজ দিয়া মাড়িয়া ঢক করিয়া গিলিয়া ফেলুন। আর বিলটা কি এখন দেবেন না দশ মিনিট বসিবো?

রাগে তালু জ্বলিয়া গেলো, কিন্তু ভদ্রলোকের সন্তান হইয়া এই বাটপারটির সহিত কলহে জড়াইতে মন সায় দিলো না।

পয়সা লইয়া সে ফুটিতে না ফুটিতেই আরেক দালাল আসিয়া হাজির, হাতে একটি সরু হোমিওপ্যাথির শিশি। তাহাতে কয়েকটি সাদা ক্ষুদ্রাকৃতির বস্তু।

সংশয় প্রকাশ করিতে না করিতে জ্ঞাত হইলাম, ইহা দুষ্প্রাপ্য পোনাকোকিলের ডিম। অবিলম্বে যাহাতে মকরধ্বজ দিয়া মাড়িয়া খাইয়া কাশিদূর করি, আর টাকা চুকাইয়া দিয়া তাহাকে দূর হওয়ার অনুমতি প্রদান করি।

বিনাবাক্যে তাহাই করিলাম। তবে প্রথম চারটি ডিম ধানুকে দিয়া বলিলাম অমলেট আঁটিতে, আর শিশিটি ফেলিয়া দিলাম। টিকটিকির ডিম আমি বিলক্ষণ চিনি।

তবে কাশি সারিলো না, জাতীয় পক্ষীর ডিমের সন্ধানে পাগলপারা হইয়া ঘুরিতেছি, এমন সময় একদিন আমার আরেক হোমিওপ্যাথ বন্ধু আসিয়া কহিলো সহাস্যে, শুনিলাম শিয়ালের তেল সন্ধান করিতেছ?

গুজবের কাঁটা সজারুস্য অপেক্ষা শক্ত, ছাড়াইবার চেষ্টায় গলদঘর্ম হইয়া অবশেষে সব খুলিয়া কহিলাম। বন্ধুটি ক্ষিপ্ত হইয়া কহিলো, বাটপারটা এদানিং এই ব্যবসা ধরিয়াছে? কোকিলের ডিম দিয়া মাড়িয়া মকরধ্বজ? তুমি পরশুরামের কচি সংসদ পড় নাই? ঐখানে লালিমা পাল পুং ইহা সেবন করিতো! বাটপারটা তোমাকে ধোঁকা দিয়া মকরধ্বজ বেচিতেছে। আর খোঁজ নিলে দেখিবে ঐ ডিমের দালাল সব উহার শালাসম্বন্ধী।

খোঁজ নিয়া দেখিলাম, বাস্তবিক তা-ই!

মন বিষাইয়া গেলো, কাশি লাঘবের ভার অর্পণ করিলাম হোমিওপ্যাথটির উপর।

সে আমাকে নাক্স ভমিকা আর আর্নিকা থার্টি গছাইয়া দিয়া নানা আব্দার চালাইতে লাগিলো। হোমিওপ্যাথি ওষুধ নাকি মারাত্মক আচারবিধি পালন করিয়া খাইতে হয়। নাহলে কাজ দেয় না। আচার বিধির বেশিরভাগই খরচিয়া, আর দেখিলাম তাহার মধ্যে সেই বন্ধুটিকে ঘন ঘন দাওয়াত করিয়া খাওয়াইবার আচারটিই মুখ্য। একরত্তি ওষুধ খাইবার নিমিত্তে হাজারটাকা বাহির হইতে লাগিলো।

পাঁচটি বছর এইরূপে কাটিলো।

আমার কবিরাজ বন্ধুটি আমাকে হোমিওপ্যাথির কবল হইতে রক্ষা করিলেন। আসিয়া কহিলেন, কোকিলের উপর রাগ করিয়া ওষুধ বন্ধ করিলে কি চলিবে? কোন কোকিলের রন্ধ্র যদি অনেক বড় বা অনেক ছোট হইয়া থাকে, তোমার আমার কি কিছু করিবার আছে? রন্ধ্র বড় হইলে ডিমও বড় হইবে। রন্ধ্র ছোট হইলে ডিমও ছোট হইবে। তাই বলিয়া তুমি তাহাকে মুরগি বলিবে? টিকটিকি বলিবে? তাহা হইলে তো শ্রীদেবীকে গাভী বলিতে হয়। এইসব রাখিয়া বরং ফুসফুসের কিছু উন্নয়ন করো। উন্নয়নের জোয়ার।

লজ্জা পাইলাম। কাশিয়া কহিলাম, হোমিওপ্যাথ বেটা বড় নচ্ছাড়। তুমিই অন্য কোন ওষুধটষুধ দাও। তবে পুনশ্চে যোগ করিলাম বিশেষ শ্রাব্য হিসাবে, কোকিলের ডিম আর নয়।

বন্ধুটি বড়ই উদার, এইবার প্রেসক্রাইব করিলেন পদ্মমধু দিয়া মাড়িয়া ডুমুরের ফুল।

আমার তো কালঘাম ছুটিয়া গেলো পদ্মমধু যোগাড় করিতে গিয়া। মৌমাছিরা সরিষা ফেলিয়া পদ্ম হইতে কেন মধু সংগ্রহ কওে কে জানে। তবে দেশেও পদ্মের আকাল। জনৈক কুবের মাঝির নিকট হইতে মধু যোগাড় করিয়া বয়ামে ভরিয়া ফ্রিজে রাখিয়া দিলাম বটে, কিন্তু ডুমুরের ফুল খুঁজিতে গিয়া পরনের গামছা বিকাইয়া যাওয়ার যোগাড় হইলো। পূর্বপরিচিত দালালেরা আগাম পয়সা লইয়া নানারকম ফুল আনিয়া দিলো। সেগুলির মধ্যে কুমড়ার ফুল আর গোলাপ শনাক্ত করিতে পারিলাম, বাকিগুলি ধানু ভাসে সাজাইয়া রাখিলো।

এইরূপে পাঁচ বছর গুজরান হইতে না হইতে হোমিওপ্যাথ বন্ধুটি আসিয়া কহিলেন, তুমি তো আচ্ছা সাহিত্যমূর্খ হে। পরশুরামের কচি সংসদে পদ্মমধু বোসের কথা পড় নাই? কবিরাজ ব্যাটা ভোগা দিয়া তোমাকে লুটিয়া ল্যাংটা করিলো!

কী আর কহিব। বিষণ্ণ বদনে বসিয়া কাশিতে লাগিলাম।

আমাকে তখন উদ্ধার করিতে আসিল ভোদাই।

হাতে একটি বয়াম লইয়া আসিয়া হাসিয়া কহিলো, এই লও। ইউনুনি ওষুধ। খাইলেই কাশি দূর। দেহে থাকবে লাবণ্য। মনে থাকবে আনন্দ।

বয়ামটি হাতে লইয়া নাম দেখিলাম। ওষুধের নাম শক্তি, প্রস্তুত কারক বিউটেনুস।

নাক সিঁটকাইয়া কহিলাম, বিউটেনুস! ইহা কেমন নাম? লাতিন নাকি?

ভোদাই হাসিয়া কহিলো, কী জানি বাপু। বলিয়া পকেট হইতে একটি ক্ষুদ্র ঠোঙা বাহির করিয়া কহিলো, অনুপান আছে। শুধু শুধু খাইলে কাশি সারিবে না। অনুপান সাথে খাইতে হইবে।

ঠোঙা খুলিয়া দেখি ভিতরে গোটা কতক জলপাই।

মূল্যের কথা শুধাইতে ভোদাই হাসিয়া কহিলো,আহা অত তাড়াহুড়ার কী আছে? মূল্য ধীরেসুস্থে সারাটি জীবন ধরিয়া দিও!

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শনি, ০৩/০৩/২০০৭ - ৩:০৯পূর্বাহ্ন)

ভোদাইচরিতমানস ০৫

মুখফোড়

চালের দাম অগ্নিমূল্য হইবার পর হইতে আহারেবিহারে কিঞ্চিৎ সংবরণের পন্থা অবলম্বন করিয়াছি। প্রাতরাশে একটি কলা খাই এক টুকরা রুটি অবলম্বন করিয়া। পূর্বকালে দ্বিপ্রহরে থালে দ্বিতল ভাতের অট্টালিকা বানাইয়া মধ্যে একটি ঝোলের পুষ্করিণী বানাইয়া ভালোমতো মাখাইয়াজোকাইয়া আহার করিতাম, ঝোলের চিহ্ন কব্জি স্পর্শ করিতো, এখন ভাতের উচ্চতা অতিক্রম করিয়া ঝোল পাতের কিনারা স্পর্শ করে, উপর হইতে দেখিতে অনেকখানি জলোচ্ছ্বাসাক্রান্ত উড়ির চরের মতো লাগে দেখিতে। রাত্রিকালে দুইটি হাতে গড়া রুটি উত্তমরূপে শুঁকিয়া প্রাণপণে চর্বণপূর্বক গিলিয়া ফেলি। ঘ্রাণম অর্ধনম ভোজনম সূত্রানুসারে তিনটি রুটি আহার করা হয় তাহাতে।

ভোদাই একদিন এক টুকরা কেক খাইতে খাইতে আসিয়া কহিলো, "সে কী! ভাত খাইতেছ! তুমি কি মনুষ্য?"

আমি কোঁৎ করিয়া ভাতের লোকমাটি গিলিয়া কহিলাম, "ক্যানো হে, বাঙালির সন্তান হইয়া ভাত খাইবো না তো কী খাইবো?"

ভোদাই পকেট হইতে একটি নিউজপ্রিন্টের টুকরা বাহির করিয়া কহিলো, "আলু খাইতে হইবে। প্রতিটি দেশপ্রেমিক বাঙালিকে আলু খাইতে হইবে।"

আমি নিউজপ্রিন্টের টুকরাটি টানিয়া লইয়া পাঠ করিয়া দেখিলাম, কে এক কুলাঙ্গার কহিতেছে, ভাতের উপর হইতে চাপ কমাইবার উপলক্ষে সকলকে বেশি করিয়া আলু খাইতে হইবে।

এক গেলাস জলের সহিত যথাপরিমাণ থতমত খাইয়া কহিলাম, "বেশ। আজ হইতে আলুই খাইব।"

দেখিতে দেখিতে আলুর বাজারেও অগ্নিসংযোগ করিলো কে যেন। ধানু নিক্তিতে মাপিয়া দুইশো গ্রাম আলু সুসিদ্ধ করিয়া পাতে দিতে লাগিলো। শৈশব হইতে ভাত ভোজন

করিয়া বড়টি হইয়াছি, আলু সিদ্ধ হইলে কী হইবে, রীতিমতো গলায় ঠেকিতে লাগিলো।

ভোদাই একদিন এক টুকরা তরমুজ চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া আমাকে আলু ভক্ষণরত অবস্থায় দেখিয়া নভোমন্ডল হইতে ভূপাতিত হইলো। সে কহিলো, "তুমি তো আচ্ছা দুরাচার হে! আলু খাইতেছ!"

আমি ক্রোধ সংবরণ করিয়া কহিলাম, "ওহে লিঙ্গপুত্র, তুমিই তো কিয়দকাল পূর্বে আমার পাত হইতে ভাত হঠাইয়া আলু চালু করিয়া দিয়া গেলে! আজ তুমিই আলুর দোষ ধরিতেছ?"

ভোদাই পকেট হইতে পূর্বানুরূপ একটি নিউজপ্রিন্ট কাগজ বাহির করিয়া কহিলো, "ভূট্টা খাইতে হইবে। প্রতিটি দেশপ্রেমিক বাঙালিকে আজ ভুট্টা খাইতে হইবে।"

আমি বিরসবদনে কহিলাম, "ভুট্টা তো বায়োস্কোপদর্শনের পাশাপাশি পূর্বে বিলক্ষন খাইতাম। এখন তো বায়োস্কোপ দেখার পয়সা নাই।"

ভোদাই কহিলো, "বিনা বায়োস্কোপেই খাও। আমি শুনিয়াছি ধনী লোকে এখন বায়োস্কোপ দেখিবার পাশাপাশি ভাত খায়।"

আলু ছাড়িয়া ভুট্টার দানা ধরিলাম। ধারণা করিয়াছিলাম, মুরগীর খাবার, অতটা শক্ত হইবে না, কিন্তু কয়েকদিন খাইবার পর বুঝিলাম, মুরগীকে তাহার ক্ষুদ্র জীবনে কত অত্যাচার সহ্য করিতে হয়।

ভোদাই কিন্তু ছাড়িলো না। কখনো আমড়া, কখনো ডাবলি মটর চিবাইতে চিবাইতে আসিয়া একে একে আমাকে জোয়ার, বাজরা, সর্গুম ... সবই খাওয়াইয়া গেলো। দেশপ্রেমের চাপে পড়িয়া খাইলাম সকলই।

অতঃপর একদিন ভোদাই আইসক্রীম চাটিতে চাটিতে আসিয়া উপস্থিত। আমি সর্গুমসিদ্ধ ভক্ষণ ছাড়িয়া অগ্নিদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়া পিরানের আস্তিন গুটাইলাম।

"কচু।" ভোদাই আইসক্রীমের কাঠিটি চুষিতে চুষিতে কহিলো। "দেশপ্রেমিক বাঙালিকে আজ কচু খাইতে হইবে।"

নিউজপ্রিন্টটি কাড়িয়া লইয়া দুই টুকরা করিলাম। ধানুকে বলিলাম, তীক্ষ্ন দেখিয়া কোন অস্ত্র যোগাড় করিতে।

ভোদাই কহিলো, "শুনিয়াছি কচু কাটিতে কাটিতে লোকে ডাকাত বনিয়া যায়। সাবধানে কাটিও, কোনরূপ বদভ্যাস যেন আবার না জন্মায়!"

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শনি, ০৫/০৪/২০০৮ - ১২:০২পূর্বাহ্ন)

ভোদাইচরিতমানস ০৬

মুখফোড়

সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াই চরিত মানসের কোন খন্ডের সাথে এই কাহিনীর কোন মিল নাই। কাজেই খোঁচ ধরিয়া সময় বরবাদ করিবেন না। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লিখিত কিঞ্চিৎ অশালীন পোস্ট, শিশুরা দূরে গিয়া খেলো।

ভোদাই বৈকালিক ভ্রমণ সারিয়াই বুঝি আসিয়াছিল, কিছু হন্টনজনিত ক্লান্তি তাহার বদনে। কিন্তু মুখে সদাবিরাজমান সেই ভোদাইহাস্যখানি।

প্রশান্তচিত্তে ধানুকে হাঁক পাড়িয়া চা দিতে ডাকিলাম। ভোদাই ধপ করিয়া কৌচে বসিয়া পড়িয়া বলিল, "প্রবল শরীরচর্চ্চা হইতেছে বন্ধু মুখফোড়! বহুদিন পর দৌড়াইলাম।"

আমি শুধাইলাম, "কোথায় দৌড়াইলে ভোদাই?"

ভোদাই একখানি ঠ্যাং অপরখানির ওপর তুলিয়া উভয় ঠ্যাং আন্দোলিত করিতে করিতে বলিল, "কোথায় দৌড়াই নাই বল! সেই বাইতুল মুকাররম হইতে এই তোমার বাড়ি বাইতুল মুখফোড় পর্যন্ত দৌড়াইয়া আসিলাম কত গলিঘুপচি ঘুরিয়া!"

আমি বিস্মিত হইয়া শুধাইলাম, "আজ শুক্কুরবার তুমি বাইতুল মুকাররম গিয়াছিলে কী কর্মে? আজ ত মার্কেট সকলই বন্ধ?"

ভোদাই আড়নয়নে আমার পানে চাহিয়া তির্যক বক্রোক্তি করিল, "বাইতুল মুকাররমে শুক্কুরবারে জনতা কি মার্কেট করিতে যায় নাকি?"

আমি প্রবল বিস্মিত হইয়া বলিলাম, "তবে কি তুমি নামাজ পড়িতে গিয়াছিলে?"

ভোদাই হা হা অট্টহাসি হাসিয়া কহিল, "না! তবে মসজিদেই গিয়াছিলাম।"

আমার নজরে পড়িল, ভোদাইয়ের পায়ে সুদৃশ্য এক জোড়া চামড়ার জুতা।

শুধাইলাম, "তোমার তো সাহস কম নহে ভোদাই! এমন এক জোড়া বাহারী নধর চামড়ার জুতা সম্বল করিয়া তুমি শুক্রবারে নামাজ আদায় করিতে গিয়াছ? আমি ত শুনিয়াছি সেইখানে প্রায়শই জুতা লোপাট হইয়া থাকে!"

ভোদাই একটি চক্ষু নিমীলিত করিয়া বলিল, "হাঁ, হইয়া থাকে বটে! সেই কারণেই ত জুতা পুরাতন হইলে ঐখানে যাই!"

আমি থতমত খাইয়া কহিলাম, "মানে?"

ভোদাই কহিল, "আজ ব্যাপক জুতাজুতি হইয়াছে সেইখানে। খতিব লইয়া কলহ। নবাগত খতিব আর ভারপ্রাপ্ত খতিবের সমর্থকবৃন্দের মধ্যে কারবালা ঘটিয়াছে। শমশের লইয়া কেহ কারো মুন্ডচ্ছেদন করিতে না পারিলেও পাদুকার ঘায়ে কয়েকটি মুন্ডে চিড় ধরিয়াছে দেখিলাম।"

আমি হতবাক হইয়া পড়িলাম। প্রার্থনার স্থানে এ কি হুজ্জুত?

ভোদাই কহিল, "আজকাল লোকজন খুব হুঁশিয়ার, বুঝিলে? আগে পুরাতন জুতা রাখিয়া দেখিয়া শুনিয়া নতুন এক জোড়া সঠিক মাপের জুতা বাগাইয়া আনা কোন ঘটনাই ছিলো না। কিন্তু ইদানীং লোকজন জুতা প্রহরায় রাখে। মোবাইল ফোনের প্রসারের সাথে সাথে এই প্রহরার নেটওয়ার্কও অতিশয় শক্ত হইয়াছে। তাই দেখিলাম যে একটি গন্ডগোল না পাকাইলে জুতা বদলানো সম্ভন নয়।"

আমি রূদ্ধশ্বাসে বলিলাম, "অতঃপর?"

ভোদাই একগাল হাসিয়া কহিল, "আমি ভরসা করিয়া উঠিয়া চ্যাচাইয়া কহিলাম, অন্য চাই বস্ত্র চাই নতুন নতুন খতিব চাই! ইহা শুনিয়াই ব্যাপক শোরগোল উঠিল। যাহাদের অন্ন নাই তাহারা অন্নের দাবিতে আওয়াজ তুলিল। যাহাদের বস্ত্র নাই তাহারা বস্ত্রের দাবিতে চ্যাঁচাইল। যাহাদের খতিব নাই তাহারা খতিবের দাবিতে হট্টগোল পাকাইল। আমি হুঙ্কার মারিয়া কহিলাম, মারো জুতা মারো রে! বলিয়া অতিশয় পুরাতন দুটি পাম্প শু সবেগে নিক্ষেপ করিলাম ডানে বামে। অমনি এক হুলুস্থুলু বাঁধিয়া গেল। কিছু লোকে জুতার আগে জান বাঁচাইতে ভাগিলো। বাকিরা দুই দলে বিভক্ত হইয়া একে অপরকে ব্যাপক জুতাজুতি করিতে লাগিলো। আমি ধীরেসুস্থে অনেক দেখিয়া শুনিয়া এই জুতাজোড়া পায়ে গলাইয়া ছুট দিলাম। তাহার পর এই ত আসিলাম তোমার বাসায়! বলিব কী, খাসা ফিট করিয়াছে পায়ে। এ তো জুতা নয়, গজল!"

আমি নিশ্চুপ বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম, হতভাগাটাকে কীলাইয়া দূর করিতে পারিলে কীরূপ হয়।

ভোদাই চোখ টিপিয়া বলিল, "আসন্ন সপ্তাহেও শুনিয়াছি এর জের চলিবে। নতুন খতিব আসিবেন। পুরাতন খতিবের লোকজন ইতোমধ্যে পুরাতন জুতা সংগ্রহের জন্য মহল্লায় মহল্লায় চান্দা তুলিতেছে। তোমার সংগ্রহে থাকিলে এক জোড়া আমায় দাও।"

আমি চমকিয়া উঠিয়া কহিলাম, "কেন তোমাকে দিব কেন?"

ভোদাই কহিলো, "যদি কোন কারণে তাহারা গিয়ানজাম না করে? কারুকে তো কাজখানা উত্তমরূপে আগাইয়া নিতে হবে, নাকি?"



লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: শনি, ১৭/০১/২০০৯ - ১১:৩৪পূর্বাহ্ন)

ভোদাইচরিতমানস ০৭

মুখফোড়

সতীনাথ ভাদুড়ীর ঢোঁড়াই চরিত মানসের কোন খণ্ডের সাথে এই কাহিনীর কোন মিল নাই। কাজেই খোঁচ ধরিয়া সময় বরবাদ করিবেন না। প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য লিখিত কিঞ্চিৎ অশালীন পোস্ট, শিশুরা দূরে গিয়া খেলো।

ভোদাই একগাল হাসিয়া কহিল, "ঐ পাতলা পাতলা পুস্তকগুলি ম্যাডামের হইতেই পারে না!"

আমি গলা খাঁকরাইয়া কহিলাম, "তা বটে!"

ভোদাই কহিল, "উহা কোনো বিদেশী অপশক্তির কর্ম।"

আমি সায় দিলাম, "হইতেই পারে!"

ভোদাই কহিল, "কিয়ৎকাল পূর্বে চীনদেশের রাষ্ট্রপতি দেশে সফরে আসিয়াছিলেন কি আসেন নাই?"

আমি ভাবিয়া উত্তর করিলাম, "আসিয়াছিলেন।"

ভোদাই কহিল, "পুস্তকগুলিও চীনদেশে ছাপা।"

আমি কহিলাম, "তো?"

ভোদাই কহিল, "আমার ধারণা সেই পগেয়া পাজি রাষ্ট্রপতি হতভাগাটিই বগলে বোন্দা বান্ধিয়া এইসব দুষ্ট মেগাজিন আনিয়াছে!"

আমি কহিলাম, "ম্যাডামের তোরঙ্গে দুষ্ট মেগাজিন স্থাপন করিয়া চীনদেশের রাষ্ট্রপতির কী লাভ?"

ভোদাই অট্টহাস্য মারিয়া কহিল, "তুমি তো দেখি বিপণনশাস্ত্র সম্পর্কে পুরাই অজ্ঞ! গোটা জাতি টেলিভিশনে দেখিয়াছে এই দৃশ্য। স্বয়ং ম্যাডামকে এই মেগাজিনের অনুরাগী পাঠিকা সাজাইয়া বিজ্ঞাপন মারিলে কাটতি কীরূপে বাড়িবে ভাবিয়া দেখ! চৈনিক বণিকেরা বড়ই ধুরন্ধর! বাণিজ্য সম্প্রসারণের ব্যাপারে তাহারা উদ্যোগী। তাই সন্দেহ করিতেছি তাহারাই দুষ্ট চর লাগাইয়া ম্যাডামের খালি তোরঙ্গে এইসব পুস্তক গুঁজিয়া দিয়াছে!"

আমি কহিলাম, "তাহলে তোরঙ্গে কী ছিলো?"

ভোদাই কহিল, "পবিত্র গ্রন্থ, আবার কী? ম্যাডাম উহা হাতে হাতে লইয়া গিয়াছেন। আর পিছনে পড়িয়া থাকা শূন্যস্থানটি হতভাগারা এইসব আজেবাজে জিনিস দ্বারা পূর্ণ করিয়াছে ম্যাডামের বদনাম করিবার জন্য! এক লোষ্ট্রে দুই পক্ষী!"

আমি কহিলাম, "তাই বলিয়া চীনা রাষ্ট্রপতি ... ?"

ভোদাই চটিয়া কহিল, "কেন রে বাপু? চীনদেশের রাষ্ট্রপতি কি অথর্ব নাকি? সে জ্যাকি চ্যানের দেশের লোক, আর বগলে করিয়া এক বোন্দা পাতলা পুস্তক আনিতে পারিবে না?"

আমি মিনমিন করিয়া কহিলাম, "তা বটে!"

ভোদাই গদগদ কণ্ঠে কহিল, "পুস্তকগুলির প্রচ্ছদ বড় চিত্তাকর্ষক! দেখিলেই চিত্ত চুলবুল করে। তোমার ভাবীর কথা চিন্তা করিয়া এক কপি কিনিব ভাবিতেছি। আজকাল লেখাপড়া না করিলে সহজে কিছু হয় না।"

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: সোম, ১৫/১১/২০১০ - ৬:০৮পূর্বাহ্ন)

ভোদাইচরিতমানস ০৮

মুখফোড়

ভোদাই আসিয়া কহিল, "একটি সামাজিক ব্যবসা খুলিব ভাবিতেছি।"

আমি কহিলাম, "বেশ তো। চমৎকার। কী লইয়া ব্যবসা করিবে?"

ভোদাই কহিল, "ঘোড়া পালিব।"

আমি থতমত খাইয়া কহিলাম, "ঘোড়া দিয়া সামাজিক ব্যবসা করিবে কীরূপে?"

ভোদাই সোৎসাহে কহিল, "গরীবের ঘোড়ারোগের নাম শুনিয়াছ?"

আমি কহিলাম, "না। কী হয় এই রোগে?"

ভোদাই কহিল, "এই রোগে ধরিলে গরীব ঘোড়া ক্রয়ের জন্য ক্ষেপিয়া ওঠে। কিন্তু দেশে পর্যাপ্ত ঘোড়া নাই। যা ছিল তাহা অ্যানথ্রাক্সে মরিয়া সাফ হইয়াছে। নতুন করিয়া ঘোড়া পালিব।"

আমি কহিলাম, "কিন্তু গরীব কীরূপে ঘোড়া ক্রয় করিবে?"

ভোদাই হাসিয়া কহিল, "কেন? ক্ষুদ্রঋণ লইয়া?"

আমি কহিলাম, "গরীব কেন ক্ষুদ্রঋণ লইয়া ঘোড়া কিনিবে?"

ভোদাই কহিল, "কী আপদ! তাহার ঘোড়ারোগ হইয়াছে। সে ঘোড়া কিনিবে না তো কী কিনিবে?"

আমি কহিলাম, "ঘোড়া কিনিয়া গরীব কী করিবে?"

ভোদাই কহিল, "দেশ হইতে দারিদ্র্য দূর করিবে, আবার কী?"

আমি কহিলাম, "গরীব ঘোড়া কিনিলে দেশ হইতে দারিদ্র্য দূর হইবে কীরূপে?"

ভোদাই অধৈর্য হইয়া কহিল, "তুমি তো আচ্ছা বুরবক হে! একটি জলজ্যান্ত ঘোড়ার মালিককে কি গরীব বলা যায়?"

আমি ভাবিয়া কহিলাম, "না .... কিন্তু ...।"

ভোদাই কহিল, "কোনো কিন্তু নাই। ঘোড়া ক্রয় করিবার পর গরীব আর গরীব থাকিবে না। ফলে দেশেও আর দরিদ্র থাকিবে না। দেশ হইতে দারিদ্র্য পাকাপাকিভাবে দূর হইবে।"

আমি কহিলাম, "কিন্তু গরীব সেই ক্ষুদ্রঋণ তাহার পর শোধ করিবে কীরূপে?"

ভোদাই কহিল, "উহা আমি কী করিয়া কহিব? উহা গরীবের মাথাব্যথা। সে ঘোড়া লইয়া সার্কাস দেখাইতে পারে, ঘোড়ার গাড়ি টানাইতে পারে, স্ত্রী ঘোড়ার গর্ভধারণের জন্য পুরুষ ঘোড়া ভাড়া দিতে পারে, ঘোড়ার মাংস গাবতলীর ভাতের হোটেলে গরু বলিয়া বিক্রি করিতে পারে, ঘোড়ার দুধ হইতে দই বানাইয়া অপুষ্ট শিশুদের কাছে বিক্রি করিতে পারে, ঘোড়ার চামড়া দিয়া লেদার জ্যাকেট বানাইয়া বেচিতে পারে ... কত শত উপায় আছে! তবে হাঁ! সুদ পরিশোধ করিতে না পারিলে উহার বাড়ির চাল খুলিয়া আনিব বলিয়া দিতেছি! সামাজিক ব্যবসায় নামিয়াছি, দাতব্য তো আর খুলি নাই!"

আমি কহিলাম, "ঘোড়া পালনের জন্য পুঁজি আছে তোমার কাছে?"

ভোদাই হাসিয়া কহিল, "নরওয়ের এক ব্যক্তির সহিত খাতির হইয়াছে ইদানীং। সে আশ্বাস দিয়াছে, টাকা অনুদান দিবে।"

আমি কহিলাম, "কিন্তু সামাজিক ব্যবসায় তোমার কী লাভ ভোদাই?"

ভোদাই ফিসফিস করিয়া কহিল, "অনুদানের টাকা ঘোড়া কম্পানিতে সরাসরি খাটাইব না ভাই মুখফোড়! প্রথমে ভোদাই এন্টারপ্রাইজে সেই টাকা সরাইয়া লইব! উহার পর ঘোড়া কম্পানি ভোদাই এন্টারপ্রাইজের নিকট হইতে সেই টাকা চড়া সুদে ঋণ করিবে। ঘোড়া কম্পানির মুনাফা হইতে সেই ঋণের সুদ জমা পড়িবে ভোদাই এন্টারপ্রাইজের হালখাতায়!"

আমি চমকিত হইয়া কহিলাম, "তুমি এত সূক্ষ্ম মারপ্যাঁচ শিখিলে কীরূপে?"

ভোদাই বিগলিত হাসিয়া কহিল, "দেশের শান্তির জন্য কিছু মারপ্যাঁচ তো শিখিতে হইবেই ভাই মুখফোড়!"

আমি কহিলাম, "তা কোনো অভিজ্ঞ ব্যক্তির সহিত আলাপ করিয়াছ ব্যবসার আঁটঘাট লইয়া?"

ভোদাই কহিল, "হাঁ! জুলিয়ান আসাঞ্জ নামক এক অস্ট্রেলিয় বন্ধুর সহিত আলাপ করিলাম। তবে গত দুই সপ্তাহ যাবৎ তাহার কোনো খবর নাই। অসুখবিসুখ করিয়াছে বোধহয়।"

আমি তব্দা খাইয়া কহিলাম, "বল কী! .... তোমার এই পরিকল্পনা গোপন থাকিবে তো?"

ভোদাই পরম নিশ্চিন্তে চক্ষু বুঁজিয়া কহিল, "তা থাকিবে। জুলিয়ানের পেটে বোমা মারিলেও সে গুহ্য কথা ফাঁস করিবে না।"

লিখেছেন মুখফোড় (তারিখ: বুধ, ০১/১২/২০১০ - ৮:১৭অপরাহ্ন)

শেষ পৃষ্ঠা

পড়ে ভাল লাগলে বই কিনে রাখুন।

□ করোনার প্রকোপের সময় বানানো বইগুলি। সবাই সুস্থ থাকুন, সুস্থ রাখুন।

আরও বই ⏬

টেলি বই